সংবাদ

তারিখ: 13 April 2012
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম: ৫৫

এইচএসসির উত্তরপত্র জালিয়াতি

# যশোর শিক্ষাবোর্ডের সেই চার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুনর্বহাল

যশোর অফিস

এইচএসসির উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণে অনিয়মের অভিযোগে বরখাস্তকৃত যশোর শিক্ষাবোর্ডের ৫ কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে চারজনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে এদের বিরুদ্ধে এখনো বিভাগীয় মামলা চলছে। এছাড়াও কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ৩২ বছর পার হয়ে যাওয়া এক প্রার্থীকে বোর্ডে চাকরি দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছুই করা হয়েছে বোর্ড কমিটির সভায়।

তবে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আমিরুল আলম খান জানান, পাবলিক পরীক্ষার ফল সময় মতো প্রকাশ ও সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের মৌখিক নির্দেশে ওই ৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। তাছাড়া বরখাস্ত হয়ে থাকা চার কর্মকর্তা কাজ না করেই বেতন পাচ্ছিলেন। পুনর্বহাল করায় তাদের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা প্রভাবিত হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। আর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের কোটায় চাকরি দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে।

গত সোমবার অনুষ্ঠিত বোর্ড কমিটির সভায় যাদের পুনর্বহাল করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন, সিস্টেম অ্যানালিস্ট জাহাঙ্গীর কবির, সেকশন অফিসার ফজলুর রহমান, প্রোগ্রামার মোজাম্মেল হক ও আবদুর রাজ্জাক। এছাড়া এ সভায় তহমিনা খাতুন নামে একজনকে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় তাকে চাকরি দেয়া হলেও এক্ষেত্রে কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া ওই কোটায় বয়সসীমা ৩২ বছর হলেও ওই প্রার্থীর তা প্রায় ৩ মাস আগে পার হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর (২০১১) এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণকৃত ফল প্রকাশের পর এতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, পুনঃনিরীক্ষার আবেদনকারীদের ৪ থেকে সর্বাধিক ১২টি বিষয়ে ফল পরিবর্তন হয়েছে। একজন পরীক্ষার্থীর ১২টি বিষয়ে ফল পরিবর্তন হওয়ার ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। যার নেতৃত্ব ছিলেন, সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এসএম ইবাদুল হক। এ কমিটি গতবছর ১১ সেপ্টেম্বর তদন্ত শুরু করেন। তদন্ত কমিটি পুনঃনিরীক্ষার মাধ্যমে ফল পরিবর্তন হওয়া ২৬৯ জন পরীক্ষার্থীর খাতার মধ্যে অনেকগুলোতে অনিয়ম খুঁজে পান। যাতে পুনঃনিরীক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

এরপর ১৭ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী তার সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, যশোর শিক্ষাবোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের পুনঃনিরীক্ষার আবেদন পাওয়া ৭৯৬টি উত্তরপত্রের বিষয়ে তদন্ত হয়েছে। এতে দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। যে কারণে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আজমল গনিসহ ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। এছাড়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ সেলিম ও সচিব কামরুল হুদাকে শোকজ করা হয়।

বোর্ড সূত্র জানায়, ৫ জন বরখাস্তের পর গত এসএসসি ও জেএসসির ফল তৈরিতে যশোর বোর্ড খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) সহায়তা নেয়। এজন্য তাদের প্রায় ৫ লাখ টাকা দিতে হয়েছে। চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের জন্য আবারও কুয়েটের শরণাপন্ন হয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এবার তারা রেজাল্ট তৈরির জন্য ১৬ লাখ টাকা দাবি করেছে। যে কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সিস্টেম অ্যানালিস্টসহ কয়েকজন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের দাবি করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে এখনো কোন নির্দেশনা আসেনি।